2 3 ... 2013
২০ ... ৫

ঢাবি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত ১০টি চক্র

কাজ করছে জালিয়াতি সিন্ডিকেটের 'কয়েকশ' কর্মী

মাহমুদুল হাসান নয়ন

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ঘটেছে ডিজিটাল জালিয়াতি। এসব জালিয়াতির কারণে ভর্তিচ্ছু কয়েকজন শিক্ষার্থী আটক হলেও চক্রের মূল হোতারা রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে কারণে আগামী শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে চক্রগুলো আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরের অন্তত দশটি চক্র ইউনিটটির প্রশ্ন ফাঁস করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে জানা গেছে। এসব সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যাই বেশি। প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে পুলিশ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও।

১২ সেপ্টেম্বর অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই মূলত চক্রগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্রনেতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের রাজনৈতিক মদদপুষ্ট কয়েকটি সিন্ডিকেটই প্রশ্ন ফাঁসের মূল নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাদের অধীনে কাজ করে জালিয়াত চক্রের 'কয়েকশ' কর্মী। এদের মধ্যে কেউ আছে যারা পরীক্ষার্থী সংগ্রহ করে, কেউ পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কেউ থানা তথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। তবে সবচেয়ে বেশি লোকবলের দরকার হয় যেদিন পরীক্ষা থাকে সেদিন। কারণ সেদিন প্রশ্ন সমাধান করার জন্য দরকার হয় একটা গ্রুপের। আবার পরীক্ষার হল থেকে প্রশ্ন আনার জন্য কাজ করে আরেকটি গ্রুপ। সমাধানকৃত প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করে আরেকটি টিম। তবে কেন্দ্র এবং সিন্ডিকেটভেদে ভিন্নতা

চক্র : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

চক্র : জড়িত ১০টি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকটি সিন্ডিকেট আছে যারা এতটাই শক্তিশালী যে, তাদের কাছে শিক্ষকরাই প্রশ্ন পৌঁছে দেন। আর তাদের প্রশ্নপত্র সমাধানের জন্য আনা হয় বিভিন্ন নামিদামি কোচিংয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের। যারা প্রশ্ন সমাধান করেন তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে বড় অঙ্কের সম্মানী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশ্ন সমাধান চক্রের এক সদস্য যুগান্তরকে বলেন, 'তিনি শুধু পনের থেকে বিশ মিনিট সময় দেন তাতে তাকে একটি বড় অঙ্কের অর্থ দেয়া হয়।'

এসব সিন্ডিকেটের প্রচার-প্রচারণা চলছে অনেকটা প্রকাশ্যেই। মাঠ পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের জোগাড় করতে অন্তত পাঁচ শতাধিক কর্মীর একটি বিশাল বাহিনী প্রশ্ন ফাঁসের এ চক্রে কাজ করছে বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। চক্রগুলো শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নই ফাঁস করছে না। অভিযোগ রয়েছে, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় যে কোনো দফতরের নিয়োগ পরীক্ষারও প্রশ্ন ফাঁস করছে তারা। তারা প্রকাশ্যেই শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের যারা এ ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছে তাদের নাম প্রকাশে কেউ সাহস করছে না। কারণ এ চক্রের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বেশির ভাগই রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। যার প্রমাণ মেলে ১৫ নভেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এসএমএসের মাধ্যমে জালিয়াতি করার সময় আটক এগারো শিক্ষার্থীর মধ্যে চারজনকে ছয় লাখ টাকার বিনিময়ে ছাড়িয়ে আনার ঘটনায়। আটককৃতদের ছাড়িয়ে আনার অভিযোগ উঠেছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের এক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে। এছাড়া ঢাকা কলেজে জালিয়াত চক্রের সদস্যরা এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। ২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। চক্রের সঙ্গে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা তখন জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় চার ছাত্রলীগ কর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে শাজী হাসিব (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ) বর্তমানে হল শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও এনামুল মজুমদার (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ) বর্তমানে হল শাখা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। তারা এখনও অবৈধভাবে হলে অবস্থান করছে।

অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলকেন্দ্রিক দুটি, বঙ্গবন্ধু হলকেন্দ্রিক দুটি, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলকেন্দ্রিক তিনটি, জিয়া হলকেন্দ্রিক দুটি, শহীদুল্লাহ হলকেন্দ্রিক তিনটি, একুশে হলকেন্দ্রিক দুটি, মাস্টারদা সূর্যসেন হলকেন্দ্রিক তিনটি সক্রিয় সিন্ডিকেট প্রশ্ন ফাঁসে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যেভাবে কাজ করে চক্রটি : অনুসন্ধানে দেখা যায়, চক্রটি মূলত জালিয়াতির জন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও মুঠোফোন ব্যবহার করে। জানা যায়, এ চক্রটি পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে হলে কর্তব্যরত শিক্ষক-কর্মচারীদের সহায়তায় প্রশ্নপত্র বের করে নিয়ে আসে। পরে ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে প্রশ্নের সমাধান করে মুঠোফোনে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে অথবা ডিজিটাল হেডফোনে জানিয়ে দেয় প্রশ্নোত্তর। শুক্রবার 'গ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটরসদৃশ মুঠোফোন জব্দ করা হয়েছে। এর আগে 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় বেশ কয়েকজনকে মুঠোফোনসহ গ্রেফতার করা হয়। ২০১০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সিন্ডিকেট সভায় ভর্তিসহ সব ধরনের পরীক্ষায় মুঠোফোন ও যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরীক্ষার হলে নিয়ে আসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে এ নিয়ম মানা হচ্ছে না।

সবচেয়ে বেশি জালিয়াতি হওয়া কেন্দ্র : এবারের ডিজিটাল জালিয়াত চক্রটি ক্যাম্পাসের বাইরের কেন্দ্রগুলোতে বেশি সক্রিয়। বাইরের কেন্দ্রগুলোর কিছু শিক্ষক, কর্মচারী, ছাত্রলীগ ও কোচিং সেন্টারগুলো এ চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বোরহানউদ্দিন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ ও তিতুমীর কলেজকেন্দ্রিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলো এই চক্রের মূল টার্গেট বলে জানা যায়। এরই মধ্যে আগামীতে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা কলেজকে বাতিল করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আমজাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, জালিয়াত চক্রের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত সবাইকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রগুলোতে আরোপ করা হয়েছে কড়াকড়ি। তবে ইলেকট্রিক ডিভাইস শনাক্ত করতে পারে এমন কোনো প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলোয় থাকছে না বলে জানান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ড. আহসান আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ভর্তি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত সবাইকেই আইনের আওতায় আনা হবে। সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি দেয়া হবে।